ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩২ বর্ষ ১৯তম সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩০ আশ্বিন ১৪২৫, ১৫ অক্টোবর ২০১৮

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তন গত ৬ অক্টোবর ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিন উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান সমাবর্তন বক্তা ছিলেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

সত্যের সঙ্গে মিথ্যার বা ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের আপস করা যাবে না- রাষ্ট্রপতি

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৬ অক্টোবর ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট উপহার দেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তন গত ৬ অক্টোবর ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবর্তন উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসকে সাজানো হয় মনোরম সাজে। বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও ভবন ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। কালো গাউন পরে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস জুড়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে। দিনভর ছবি তোলা, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা, হৈ চৈ ও কোলাহলে মেতে থাকে সবাই।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ভাষণ দেন। জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনসহ মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রধান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য ও একাডেমিক পরিষদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ৯৬টি স্বর্ণপদক, ৮১জনকে পিএইচ ডি এবং ২৭জনকে এম ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ইতিহাসে সর্বাধিক ২১ হাজার ১শ' ১১জন গ্র্যাজুয়েটকে অনুষ্ঠানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিনগণ অনুষদভুক্ত বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ডিগ্রিপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের নাম উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান সমাবর্তন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো: আবদুল হামিদ দেশ গড়ার কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গ্র্যাজুয়েটদেরকে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ ধারণ করতে হবে। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার বা ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের আপস করা যাবে না। সব সময় বিবেককে জাগ্রত রাখতে হবে। মাতৃভূমি ও খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতি এবং বর্তমানের ছাত্র রাজনীতির মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতীতের ছাত্র-রাজনীতির আদর্শ ছিল দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধন করা। সেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের কোন স্থান ছিল না। তিনি বলেন, সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ছাত্রদের রাজনীতি করতে হবে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর পেশাজীবীদের রাজনীতিতে আসার সমালোচনা করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ভাবতে হবে। ছাত্র নেতাদের মধ্য থেকেই জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি ডাকসু নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নিছক চাকরির জন্য উচ্চশিক্ষা নয়, উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য নিজে শিক্ষিত হওয়া, অন্যকে শিক্ষিত করা, মানবিক ও উদার হওয়া। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা বিত্তবৈভবের মালিক হওয়া নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশই হলো উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জনে আমরা কতটুকু এগুতে পেরেছি, তা আজ বিবেচ্য বিষয়। বিত্তের পরিবর্তে চিত্তের প্রসারকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অন্যথায় অশুভ ও অনৈতিক প্রতিযোগিতা সমাজকে রুদ্ধ করবে, মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে সুদূর পরাহত। তিনি বলেন, দেশের প্রয়োজনে ও জাতীয় স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ডিপ্লোমা ও সান্ধ্যকালীন কোর্সের নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অপরিকল্পিতভাবে ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক লেখাপড়ার (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট এবং চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটি'র যৌথ উদ্যোগে "Environmental and Ecological Risk Management" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী চীন, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া সম্মেলন গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটি'র ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিভার্স এন্ড ইকো সিকিউরিটি'র ডিন অধ্যাপক ড. এইচ ইউ জিনমিং অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, পরিবেশগত ঝুঁকি ও বিপদ থেকে বিশ্বকে মুক্ত করতে প্রতিটি দেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি গবেষক, শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ এবং চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটি'র ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিভার্স এন্ড ইকো সিকিউরিটি'র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় উভয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় করবে এবং যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, ইউনান ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ চীনে উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, চীন, নেপাল ও মিয়ানমারের শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাবি চারুকলা অনুষদে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, শিল্পী হাশেম খান এবং চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উদ্‌যাপন

'পর্যটন ও ডিজিটাল রূপান্তর' প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের উদ্যোগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ দিনব্যাপী 'বিশ্ব পর্যটন দিবস' পালিত হয়েছে। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাশে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল এমপি।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, পর্যটন দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি দিবস, যা ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা যদি পর্যটন শিল্পের আধুনিকায়ন করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব। তিনি আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) একটি বিষয় পর্যটন। প্রতিপাদ্যটি এসডিজি অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী শাহজাহান কামাল বলেন, পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে আমরা সোনার বাংলা গঠন করতে সক্ষম হব।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া, বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আফজাল হোসেন, অধ্যাপক ড. শাকের আহমেদ, পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ইমরান, অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্স অব বাংলাদেশের সভাপতি মনজুর মোর্শেদ মাহবুব, বাংলাদেশ পর্যটন করপোশেনের চেয়ারম্যান আখতারুজ জামান খান কবির, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

এরআগে দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে রাজু ভাস্কর্য প্রাঙ্গণে এসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মিলিত হয়।

সত্যের সঙ্গে মিথ্যার বা ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের আপস করা যাবে না- রাষ্ট্রপতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক গবেষণা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউকের বরাদ্দকৃত জমির আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণ কাজ শুরু হবে। যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চলছে। বহির্বিশ্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও খ্যাতনামা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং উন্নয়নেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বৃত্তি হিসেবে পুনরায় 'বঙ্গবন্ধু ওভারসিস স্কলারশিপ' চালু করেছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ও রাজনীতিমনস্ক গ্র্যাজুয়েট তৈরি ও ভবিষ্যৎ জাতীয় নেতৃত্বের বিকাশ ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সুষ্ঠুভাবে ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। উপাচার্য তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, উচ্চশিক্ষা লাভ করে একজন গ্র্যাজুয়েট যদি ভালো মন্দ বিচার করতে না পারে এবং ভালোর পক্ষে দাঁড়িয়ে মন্দকে প্রতিরোধ করতে না পারে, তাহলে তার উচ্চশিক্ষা বৃথা। দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ এখনও সাক্ষরতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, সুবিধা বঞ্চিত এসব মানুষের কল্যাণে গ্র্যাজুয়েটদের কাজ করতে হবে।

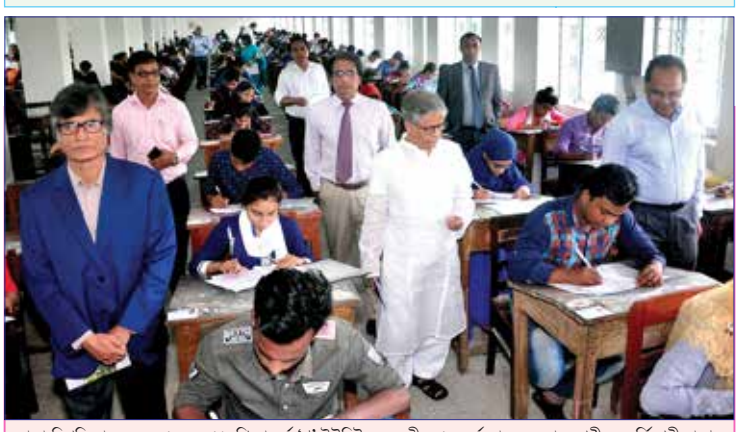

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে 'খ' ইউনিট-এর অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কলা ভবনের বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, কলা অনুষদের ডিন ও খ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী তাঁর সাথে ছিলেন।

ঢাকা মহানগর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো স্নাতক গবেষকদের জন্য ফেলোশিপ চালু

তরুণ শিক্ষার্থীদের গবেষণামনস্ক করে গড়ে তুলতে এবং স্নাতক শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে শুরু হলো স্নাতক গবেষণা ফেলোশিপ (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপ-২০১৮)। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংগঠন গ্লোবাল সেন্টার ফর ইনোভেশন এন্ড লার্নিং এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এই ফেলোশিপ কমসূচি শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষার্থীদের দিয়ে এই উদ্যোগ চালু হয়।

এ উপলক্ষ্যে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের নবীনবরণ ও ফার্স্ট আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠান-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাইফুল্লাহ সাদেক।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বলেন, শিক্ষার্থীদের গবেষণা সংসদ একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। গবেষণায় তরুণদের এই উদ্যোগ বাংলাদেশের গবেষণার পট পরিবর্তন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবসময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আছে।

প্রা-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ আরও বলেন, স্নাতক গবেষণায় ফেলোশিপ প্রদান দেশে একটি নতুন ধারা তৈরি করবে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জেনোসাইট স্টাডিজ, সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ।

এতে গবেষণা সংসদের ২০টি গবেষণা টিম থেকে ৩টি গবেষণা টিমকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

তিন দিনব্যাপী নন-ফিকশন বইমেলা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং 'বণিক বার্তা' পত্রিকার যৌথ আয়োজনে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ অনুষদ প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী 'নন-ফিকশন বইমেলা ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বই মেলার উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বইমেলার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বের সব বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের বইমেলার আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আয়োজন করায় বণিক বার্তা ও প্রকাশকদের তিনি ধন্যবাদ জানান।

এসময় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিতা রেজওয়ানা রহমান, 'বণিক বার্তা' প্রত্রিকার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, সময় প্রকাশনের প্রকাশক ফরিদ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এবারের মেলায় অংশ নিচ্ছে দেশের খ্যাতিমান ২১টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। মেলা চলবে আগামী ২ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ঢাবি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে তিন গুণীকে সম্মাননা প্রদান

বর্ণাঢ্য আয়োজনে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ডুয়া)-এর ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। কেক কেটে ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসোসিয়েশনের সভাপতি এ. কে আজাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সংগঠনের মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের জন্য আজ একটি গর্বের ও সম্মানের দিন। দুটি কারণে এ গর্ব। প্রথমত, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ৭০ বছর পার করছে ও নিজেদের তিন কৃতী মানুষকে সম্মান দেখাতে পারছে। দ্বিতীয়ত, এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্রী, প্রাক্তন অ্যালামনাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু-দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মিয়ানমার থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে, পাশাপাশি সংকট সামাল দিতে অনুকরণীয়, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব দিয়ে তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন, সেসবের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' ও 'স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ' দেওয়া হয়। এ স্বীকৃতি অ্যালামনাইদের জন্যও গর্বের বিষয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কী অবদান রেখেছে তা আমি জানি না। কিন্তু এই বিশ্ববিদালয় আমাদের একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বিশ্বের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এত গৌরব দাবি করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তিন গুণীজনকে সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন- স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ও শাইখ সিরাজ এবং বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ফাহিম হোসেন চৌধুরী।

সম্মাননা পেয়ে নিজের অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের অনন্য একটি বিশ্ববিদালয়। জাতিসত্তা সৃষ্টি ও গঠনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশন আমাকে যে সম্মাননা দিচ্ছে তার জন্য আমি গর্ববোধ করছি এবং সানন্দে গ্রহণ করছি।

এছাড়াও, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছিল অ্যাসোসিয়েশনের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৪৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন কৃতী অ্যালামনাইকে সম্মাননা দিল সংগঠনটি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং 'বণিক বার্তা' পত্রিকার যৌথ আয়োজনে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ অনুষদ প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী 'নন-ফিকশন বইমেলা ২০১৮'-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বই মেলার উদ্বোধন করেন।

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের নবীনবরণ ও ফার্স্ট আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠান-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

নেদারল্যান্ডস-এর এলিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট

নেদারল্যান্ডস-এর এলিয়া ইউনিভার্সিটি'র প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক সৈয়দ জান আলী গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. জীনাত আরা সিরাজী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ডস-এর এলিয়া ইউনিভার্সিটি'র মধ্যে হার্বাল ও ইউনানী সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ওষুধ বিষয়ক যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এলিয়া ইউনিভার্সিটি'র প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে হার্বাল ও ইউনানী ওষুধ খাতের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপাচার্য এ আগ্রহের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

আইসিডিডি-এর নির্বাহী পরিচালক

জার্মানীর ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক (আইসিডিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. ক্রিস্টোফ সেরের গত ১০ অক্টোবর ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

আইসিডিডি-এর নির্বাহী ব্যবস্থাপক বিরগিট ফেলমিদিন তার সঙ্গে ছিলেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

নেদারল্যান্ডস-এর এলিয়া ইউনিভার্সিটি'র প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক সৈয়দ জান আলী গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জার্মানীর ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক (আইসিডিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. ক্রিস্টোফ সেরের গত ১০ অক্টোবর ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ব্যবসা ও অর্থনীতি বিষয়ে দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উদ্যোগে "Business and Economics" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ৯ অক্টোবর ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Shaping the Future through Inclusive Development."

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেনিয়ার ইউনাইটেড স্টেটস্ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. পল টিয়াম্বে জেলিজা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল এইন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির উপাচার্য অধ্যাপক ড. গালিব আল রেফাই বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের টাফ্টস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পার্থ এস ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্মেলনের কো-চেয়ার অধ্যাপক ড. এম সাদিকুল ইসলাম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত সমাজ গড়তে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, মানসম্মত শিক্ষা ও টেকসই শিল্পায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এই সম্মেলন এ বিষয়ে একটি কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষক ও গবেষকগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের ১৬টি প্যারালাল সেশনে ৬০টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের উদ্যোগে "Exploring Gender-Biased Sex Selection in Bangladesh: A Revie wof the Situation" শীর্ষক গবেষণার National Dissemination Seminar গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ CIRDAP মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুল করিম, এনডিসি ও ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি ড. এশা তোরকেলসন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফলিত গণিত বিভাগের উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষা মান উন্নয়ন প্রকল্পের (HEQEP) আওতায় Modeling and Simulation শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ।

ঢাবি প্লান্ট বায়োটেকনোলজি ল্যাব-এর ৩টি পুরস্কার অর্জন

ষষ্ঠ বার্ষিক দক্ষিণ এশিয় বায়োসেফটি সম্মেলন গত ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো তাদের জীবপ্রযুক্তির অগনিত গবেষণা নিয়ে হাজির হন। তারা ক্রিস-পার-কাস সহ নানা নতুন প্রযুক্তি গুলো শেয়ার করেন, সম্ভাবনাময় দিক গুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন। তিন দিনের এ সম্মেলনটি সাজানো হয় প্লেনারি উপস্থাপনা, পোস্টার এবং স্বল্পদীর্ঘ কিছু উপস্থাপনা দিয়ে। সবথেকে উপভোগ্য ছিল স্বল্পদীর্ঘ বা "লাইট্যানিং রাউন্ড"- যেখানে উপমহাদেশের সেরা কাজগুলো রঙিন পর্দায় উপস্থাপিত হয়। তরুণ গবেষকদের কাজে উৎসাহিত করতে সেরা কাজ গুলো পায় আকর্ষণীয় পুরস্কার।

জীবপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ যে অভাবনীয় উন্নতি করছে তার প্রমাণ মিলল যখন নির্ধারিত চারটি পুরস্কার এর তিনটিই পেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের প্লান্ট বায়োটেকনোলজি ল্যাবের গবেষকরা। "লাইট্যানিং রাউন্ড"-এ প্রথম পুরস্কার তিন শত ডলার অর্জন করেন ডঃ সাবরিনা ইলিয়াস। তিনি প্লান্ট বায়োটেকনোলজি ল্যাব থেকে পিএইচ ডি সম্পন্ন করে বর্তমানে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে আই ইউ বি তে আছেন। তিনি লবণ সহনীয় ধানের কিছু জিন সফলভাবে সনাক্ত করেছেন যা উচ্চফলনশীল ধানগুলিকে লবনাক্ত পানিতে জন্মাতে সাহায্য করবে। লবণ সহনীয় ধানের ট্রান্সপোর্টার-এর বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে দ্বিতীয় পুরস্কার পান ল্যাব-এর আরেক গবেষক মো. উমার সারিফ সোহান। এই ল্যাব এর আরও একটি কাজ, জি- প্রোটিন এর ব্যবহার করে তাপ ও লবণ সহনীয় ধানের জাত উদ্ভাবন, পোস্টারে প্রথম পুরস্কার হিসেবে স্পেন-এর বায়োসেফটি সম্মেলনে সম্পূর্ণ বিনা খরচে যাওয়ার অনুমতি অর্জন করেন মো. নজরুল ইসলাম। বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি তে গবেষক হিসেবে নিযুক্ত আছেন। প্লান্ট বায়োটেকনোলজি ল্যাব-এর প্রাণ অধ্যাপক ড. জেবা ইসলাম সিরাজ-এর তত্ত্বাবধানে হওয়া এই তিনটি কাজই আগামী বছর স্পেন-এর সম্মেলনে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নবীন বরণ

ঢাকা মহানগর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি নিপন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক সুলভ চাকমা।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ২ অক্টোবর ২০১৮ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের টিচার্স লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

এছাড়া অনুষদের প্রাক্তন-বর্তমান, প্রবীন ও নবীন শিক্ষকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। পরে এ উপলক্ষ্যে অনুষদের একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন উপাচার্য।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকদের স্মরণ করেন। তিনি বলেন, এটি একটি অসাধারণ মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। অনুষদের প্রবীন শিক্ষকদের সাথে নবীনদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে এই মিলানমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে গত ৩ অক্টোবর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এবং 'এডুকেশনাল ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি' বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ।

'এডুকেশনাল ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি' বিভাগের চেয়ারপার্সন মেহজাবীন হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে 'সিস্টেমিক ফ্যামিলি থেরাপি' শীর্ষক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন যুক্তরাজ্যের ফ্যামিলি সাইকো থেরাপিস্ট এলিসন বাটারফিল্ড।

সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলাম ও 'ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশন' এর পরিচালক মনিরা রহমান।

উল্লেখ্য, এবারের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'ইয়ং পিপল এন্ড মেন্টাল হেলথ্ ইন এ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড'।

রবীন্দ্র-নজরুল উৎসব অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের উদ্যোগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে রবীন্দ্র-নজরুল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎসবের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ও জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম যথাক্রমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন।

অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি হবে ২০২১ সালে এবং একই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী হবে। দু'টির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় অবদান হলো স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ।

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান তাঁর বক্তৃতায় বলেন, রবীন্দ্রনাথ তার ৭০ বছরের জীবনের ৬০ বছরই সাহিত্য চর্চা করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টি কর্মের ধারায় যতই বিকশিত হয়েছেন, ততই কিছু কিছু ধারণা পরিত্যাগ করে অন্য ধারণায় গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মনের ভেতরে সর্বদাই কাজ করেছে মানব মুক্তি, মানবকল্যাণের ভাবনা। আর তাই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও তাঁকে মানবমুখী ইহজাগতিক বড় স্রষ্টা বলে আমরা জানি।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের এক মহামহিম ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সব সময় মানুষ ও মাটির কাছাকাছি। কবি নজরুল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার কবিতা আমাদের সম্যের বাণী শোনায়, অসাম্প্রদায়িকতার মহান দীক্ষায় দীক্ষিত করে। তিনি সব সময় বাঙালির পাশে ছিলেন, বাংলাদেশের পাশে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দায়িত্ববোধ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে নিয়ে আসেন তাকে এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দেন। আমাদের এখন নৈতিক দায়িত্ব নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতাকে ধারণ করে একটি কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ, কলা অনুষদ সাংস্কৃতিক দল এবং "কলকাতার রবীনন্দন" নামক রবীন্দ্র সংগীত চর্চার সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থী

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে বিএস সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ১০টি বিভাগের ৭৩জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

এছাড়া, টিচার্স রিসার্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইয়ারুল কবীর, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন এবং গৌতম কুমার কুণ্ডু।

চেয়ারম্যানবৃন্দ এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এতে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক, কর্মকর্তা, অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান এর সম্প্রসারণ ঘটে। সিনিয়রদের সম্মান করা

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। বিভাগীয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চর্চা। 'কোয়ালিটি এডুকেশন' প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, কোয়ালিটি এডুকেশন মানে হলো উদার নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ এর শিক্ষা। এর মানে হল কোনটা মানবতার জন্য গ্রহণযোগ্য ও কোনটা পরিত্যাজ্য তা বুঝতে পারা। এই উপলব্ধি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য আহ্বান জানান।

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের 'বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক 'চিত্রকলা প্রদর্শনী-২০১৮' গত ৮ অক্টোবর ২০১৮ চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারীতে উদ্বোধন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিভাগের চেয়ারম্যান রেজা আসাদ আল হুদা অনুপমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরেণ্য শিল্পী ও প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন এবং বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী কামরুল হাসানের কন্যা সুমনা হাসান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রদর্শনীর আহ্বায়ক মো. মাকসুদুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চারুকলা অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের পর উপাচার্য প্রদর্শিত বিভিন্ন চিত্র পরিদর্শন করেন।

প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে শিল্পকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ১১জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিএফএ ১ম বর্ষের মো. তারিক বিন আকরাম, ২য় বর্ষের মো. ইবরাহিম হোসেন, ৩য় বর্ষের জারীন সালসাবিল, ৪র্থ বর্ষের নওরিন আক্তার নিশাত এবং এমএফএ ১ম পর্বের মো. রাসেল রানা পেয়েছেন ক্লাস বেস্ট পুরস্কার। এছাড়া, ১ম বর্ষের গোলাম দস্তগীর নিলয়, ২য় বর্ষের জোতির্ময় মন্ডল, ৩য় বর্ষের মাইশা লাবিবা তানভির এবং ৪র্থ বর্ষের তাহমিনা ইয়াসমিন ইভা যথাক্রমে সৈয়দ আলী আজম, খাজা শফিক আহমেদ, কাইয়ুম চৌধুরী ও কামরুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন। নিরীক্ষামূলক ও বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে এমএফএ ২য় পর্বের মাহফুজুর রহমান ও বিএফএ ৪র্থ বর্ষের আবু ওবায়েদ বিন রশিদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সবকিছুতেই গ্রাফিক ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একই পণ্য বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে গ্রাফিক ডিজাইনের বিকল্প নেই। শিল্প ও সৃজনশীলতার সমন্বয় জরুরী উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, পণ্য বাজারজাতকরণে এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র এবং সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

উল্লেখ্য, ১৪ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

প্রাচ্যকলা বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যকলা বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী গত ১ অক্টোবর ২০১৮ জয়নুল গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রাচ্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান ফকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন বিশেষ অতিথি এবং প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ২০১৮ এর আহবায়ক মো. আব্দুল আযীয।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, প্রাচ্যকলা পৃথিবীতে বেশি পরিচিত হয়েছে তার স্বকীয়তার জন্য, অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পরও প্রাচ্যকলা তার স্বকীয়তা ধরে রেখেছে, এটিই এর বৈচিত্র্য। প্রাচ্যকলার ইতিহাস প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোন না কোন ধর্মের প্রভাব আছে। সাংস্কৃতিক জীবনে তাই ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে সংস্কৃতিতেও এর প্রভাব পড়েছে, যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা।

প্রদর্শনীতে বিভাগীয় ৪০জন শিক্ষার্থীর ৯৫টি ও শিক্ষকদের ১০টি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের মাঝে ক্রেস্ট ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এমএফএ ২য় পর্বের শিক্ষার্থী সামিনা জামান নিরীক্ষাধর্মী পুরস্কার ও বিএফএ সম্মান ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী শৈলী শ্রাবন্তী শ্রেষ্ঠ মাধ্যম পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া এমএফএ ১ম পর্বের শিক্ষার্থী শাহানাজ আক্তার পিংকি 'শিল্পী শফিকুল আমীন স্মৃতি পুরস্কার', বিএফএ সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী জয়শ্রী গোস্বামী 'শিল্পী আমিনুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার', ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সৌরভ ঘোষ 'শিল্পী রশিদ চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' এবং ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী রাইসা মোয়াজ্জেম 'শিল্পী শওকাতুজ্জামান স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য, ৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত প্রদর্শনী দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের উদ্যোগে এবং ঢাকাস্থ শিক্ষা গবেষণা ও কল্যাণ কেন্দ্রের আয়োজনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্রতে উদ্বুদ্ধকরণ ও একটি মনোবৈজ্ঞানিক কর্মশালা গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলাম এবং বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক হোসনে আরা শেফালী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক মাছুদা বেগম, অধ্যাপক ড. শায়লা নাসরিন ও কাজী জুলফিকার আলী। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আয়েশা বেগম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে "Migrants to Refugees to Contestants: Quest for New Identities on Both Sides of Bengal Borderlands" শীর্ষক এক সেমিনার গত ১ অক্টোবর ২০১৮ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫